56

দৈনিক ইনকিলাব

FEB. 2 1999
তারিখ
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

নেতৃবৃন্দের নিন্দা ও প্রতিবাদ অব্যাহত

ইসলামী শিক্ষা মাদ্রাসা ও মসজিদের বিরুদ্ধে সকল চক্রান্ত যে কোন মূল্যে প্রতিহত করা হবে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গতকালও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের চক্রান্তের তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছেন, ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মসজিদের বিরুদ্ধে সকল চক্রান্ত যে কোন মূল্যে প্রতিহত করা হবে। বিবৃতিতে বলা হয়, এ সরকার মাদ্রাসা, মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি তাবলীগ জামাতের বিরুদ্ধেও চক্রান্ত করছে। মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষক এবং বিশ্ব ইজতেমায় আগত বিদেশী মেহমান ও নিরীহ মুসল্লীদেরও হয়রানি করা হচ্ছে।

তমদ্দুন মজলিসের সভাপতি প্রিন্সিপাল দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেম সমাজের বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর লাগামছাড়া অপপ্রচারে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। এসব অপপ্রচার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মবিশ্বাস ও তাহজীব তমদ্দুনের বিরুদ্ধে আঘাতের শামিল। তিনি বলেন, বৃটিশ আমল থেকে অদ্যাবধি সরকারী আনুকূল্যবঞ্চিত থেকেও মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত

ওলামায়ে কেরামগণ যেভাবে সমাজে ইসলামী শিক্ষার চর্চার ধারা অব্যাহত রেখেছেন জাতি সেজন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। দেশের শান্তি-শৃংখলা এবং উন্নতির স্বার্থেই এসব অপপ্রচার অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।

জাসাস সভাপতি রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরী বলেন, শেখ হাসিনা '৯৬-এর নির্বাচনের পূর্বে ধর্মীয় লেবাস ধারণ করে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করেছে। আবার আজ শেখ হাসিনা তার ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা ইসলামী শক্তি ধ্বংস করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের চক্রান্ত করছে। শেখ হাসিনা ভারতে গিয়ে

২-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ইসলামী শিক্ষা মাদ্রাসা ও মসজিদের বিরুদ্ধে সকল চক্রান্ত যে কোন মূল্যে প্রতিহত করা হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তথাকতিত ডিগ্রী গ্রহণের নামে বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী সেজে মাথায় সিঁদুর আর চন্দনের টিপ লাগিয়ে হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির পায়রবি করেছেন তাতে তিনি ইসলাম ধর্ম থেকে খারিজ হয়েছেন কি-না এ সম্পর্কে আলেম-ওলামাগণ মতামত দিবেন।

জাসাস সভাপতি বলেন, ভারতে শেখ হাসিনাকে মুখ্যমন্ত্রী সংবর্ধনা করলে তিনি তা সাদরে গ্রহণ করে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব, সংবিধানকে ভূলুণ্ঠিত করেছেন। তিনি বলেন, আওয়ামী সরকার তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী চক্রান্তকারীদের সাহায্যে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের যে ষড়যন্ত্র করছে তা যে কোন মূল্যে এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমান প্রতিরোধ করবেই ইনশাআল্লাহ।

তিনি দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব, ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষার আন্দোলনে শরিক হওয়ার আহবান জানান।

জাসাস সভাপতি রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরী গত শনি ও শুক্রবার জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ থানার বালিজুড়ী বাজার ও মিলন বাজারে পৃথক দু'টি বিশাল সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।

তাহফিজে হারামাইন পরিষদ বাংলাদেশ-এর সভাপতি মাওলানা সাদেক আহমদ সিদ্দিকী এক বিবৃতিতে কবি শামসুর রাহমানের বাসায় হামলার ঘটনার তদন্তের জন্য একজন বিচারপতির নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবী জানিয়ে বলেন, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকার যা করছে তা খুবই নিন্দনীয়। এ ঘটনাকে পুঁজি করে একশ্রেণীর জ্ঞানপাপী বুদ্ধিজীবী (বুদ্ধিবাজ!) ইসলামী শিক্ষা ও মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে। আর এ কাজে সরকারে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা ইসলাম বিদ্বেষী একটি চক্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ওরা ভারতীয় নীল-নকশা বাস্তবায়ন করতে চায়। এদের পরিণাম শুভ হবে না। তিনি বলেন, অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কওমী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক এবং বিশ্ব ইজতেমায় আগত বিদেশী মেহমান ও নিরীহ মুসল্লীদের হয়রানি করা হচ্ছে।

জাতীয়তাবাদী তরুণ দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহমুদ ইউ তুহিন ও সাধারণ সম্পাদক এম এ কাইয়ম এক বিবৃতিতে বলেন, ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষার বিরোধী একটি বিশেষ মহল মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংস করার জন্য মাদ্রাসা ছাত্র ও শিক্ষকদের জড়িয়ে এক বানোয়াট কাহিনী ফেঁদে বসেছে। তারা বলেন, দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র কখনোই বরদাশত করবে না। তারা ইসলাম বিদ্বেষী ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশধারী এ মহলটির ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান।

ঢাকাস্থ বিবাড়ীয়া জামিয়া ইউনুছিয়া প্রাক্তণ ছাত্র পরিষদের আহবায়ক মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী, সদস্য সচিব মাওলানা সালাহ উদ্দিন জয়নাল, সাংগঠনিক সচিব মাওলানা ওয়াছেল উদ্দিন ও প্রচার সচিব মাওলানা কামাল উদ্দিন আশরাফ বলেন, ইহুদী খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পদলেহী খুদ কুঁড়ো খাওয়া উচ্ছিষ্টভোগী বুদ্ধিব্যাপারিদের মাদ্রাসা শিক্ষা, আলেম ওলামাদের কটাক্ষপূর্ণ বিষোদগারসহ মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের কোন ষড়যন্ত্র তৌহিদী দেশবাসী মেনে নিতে পারে না।